ধূপছায়া

শ্রীসরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৩৯.

মুদ্রাকর
শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, হরীতকী বাগান, কলিকাতা

রাখালী, নক্সীকাঁথার মাঠ,

বালুচর ও ধানখেতের কবি

জসীম-দার করকমলে।

পাঁচ ছয়টি ব্যতীত 'ধূপছায়া'র আর সবগুলি কবিতাই আমার নূতন লেখা। যেগুলি সমালোচক মহাশয়গণের লেখনীতে খুবই তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল, তারও কয়েকটিকে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছি কবিবন্ধুদের একান্ত অনুরোধে। কবিতাকে যাঁরা বৈজ্ঞানিকের মতো টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেখবেন তাঁদের কাছে এর কি অবস্থা হবে জানি না, তবে সাধারণ মনকে যদি এক মুহূর্ত্তের তরেও আনন্দ দিতে পারি, সেই হবে আমার চরম সার্থকতা এবং পরম আনন্দ।

প্রচ্ছদপটের রূপ দিয়েছেন অখিল নিয়োগী মহাশয় এবং ভিতরের ছবিটি এঁকেছেন আমারই এক বন্ধু। গান তিনখানির সুরের দিক দিয়ে সুহৃদ্বর আব্বাস উদ্দীন আমেদ সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। তাঁরই অনুরোধে সুরের নামগুলি উল্লেখ করলাম না।

'ধূপছায়া'র জন্য সত্যই অনেকের কাছে ঋণী রইলাম।

ফাল্গুন, ১৩৩৯

১, গোয়াবাগান লেন,

কলিকাতা

কাঁচা হাতের লেখা একটি কবিতার খাতার শেষ পাতায় শিল্পীগুরু একদিন কিশোর কবির পরিচয়ের সাথে আশীর্ব্বাণীটুকু লিখে দিয়েছিলেন—

শ্রীমান্ সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কবি জসীমউদ্দীনের বন্ধু। শ্রীমান্ নতুন কবি, কল্পনাদেবীর একজন নতুন সেবক।

দেবদেবীর সেবায় কাঁচা ফুল ফল যখন লাগতে পারে তখন এই কাঁচা লেখকেরও নৈবেদ্য নিবেদনের উপর কাব্যলক্ষ্মী তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি দেবেন এইরূপ আশা আমি করিছি।

আমিও একদিন নতুন চিত্রকর, নতুন লেখক ছিলেম, সে দিনের আশা নিরাশা, দুঃখ ভয় সবই আমার জানা হয়েছে; সেইজন্য নতুন কবির, নতুন চিত্রকরদের উপর আমার দরদ আছে। সেই দরদের চক্ষে এই কবিতা যদি সকলে দেখেন তবে আর গোল থাকে না। কিন্তু ভিন্নরুচি, ভিন্নচোখ, ভিন্নমত সবাই;—সেইজন্য ভয় হয় নতুন কবির কাঁচপাতার মালদামে তারা ছিন্নভিন্ন না করে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ধূপছায়া

আমা হ'তে তুমি বহুদূরে আজ ভাই,
তোমা বুকে আজ নিবে গেছি আমি—এতটুকু আর নাই।
আঁধার রজনী পোহায়েছে তব নিবায়ে দিয়েছ দীপ,
ছিঁড়িয়া ফেলেছ রাতের মালায়, মুছিয়া ফেলেছ টিপ।
সে দীপের শিখা হ'য়ে
জ্ব'লেছিনু তব অমাবস্যায় একা ও বক্ষে র'য়ে।
সে মালার ফুলে—কবরীর ঘ্রাণে—ভালের সে টিপ সনে
জেগে র'য়েছিনু বহুখণ ধ'রে একাকী একটি জনে।

তারপরে নবপ্রাতে,
দাঁড়ায়েছ তুমি সোনার আলোয় নব-অতিথির সাথে।
কপালে তখন নূতন করিয়া প'রেছ কাজল টিপ,
ভোরের আলোয় ফেলিয়া দিয়াছ রাতের নেবানো দীপ।
ঠোঁটের কোণায় নূতন করিয়া মেহেদীর রঙ মেখে,
মোর অতৃপ্ত বাসনার ছায়া আপনি দিয়েছ ঢেকে।
নূতন কাঁচলী বেঁধেছ নূতন ক'রে,
রাতের পরশ কুমুদের মতো প্রভাতে গিয়েছে ঝ'রে।

তবু আজ আমি এতটুকু দুখী নই,
তোমার ভোলার মাঝারেতে যেন কেবলি জাগিয়া রই।
রাতের কাজল ফেলেছ ধুইয়া র'য়ে গেছে আঁখি-তারা,
সে আঁখি-তারায় মিশে আছি আমি হ'য়ে আছি তাই সারা।
নূতন কাঁচর পরেছ পুরানো বুকে,
মোর লাগি প্রেম বাসা বেঁধে যেথা কেঁপেছে ঝড়ের দুখে।
বাসি মেহেদীর রঙ ধুইয়াছ র'য়ে গেছে ঠোঁট্‌খানা,
ফুটেছিলো যেথা "ভুলিয়া তোমায় একদিনো বাঁচিব না।"

রাতে পোড়া ধূপ ফেলে দিলে ঘর হ'তে,
ভুলিতে পারো কি ঘ্রাণটুকু তা'র সারাদিন কোনোমতে?
অপরের বুকে মাথা রেখে যবে তন্দ্রা-বিলোল্ আঁখি,
দুঃস্বপনেতে হেরিয়া আমায় চমকিবে থাকি থাকি।
ভাবিবে যখন নব-অতিথিরে—নাইবা পড়িল মনে
জেগে রব আমি ধূপছায়া সম তোমাদেরই একজনে।

বাসন্তী-পূজার বিসর্জ্জনের দিন
'অস্তাচল'—মধুপুর
১৩৩৮

পাহাড়িয়া নদী

চাষী-মোড়লের মেয়ে
উছলিয়া রূপ ঝ'রে পড়ে যেন কাজ্‌লা কলস বেয়ে।
কচি-কলা-পাত্‌ রঙের মিহিন্‌ জোলা সাড়ী ভালবাসে,
কথা কয় কম কখন কেমন ঠোঁটের কোণায় হাসে।
পাগ্‌লীর মতো মাঝে মাঝে কেন হায়—
ফুঁপাইয়া কেঁদে চুল ছিঁড়ি নিজ ভূঁয়ে গড়াগড়ি যায়।
মাতা তা'র বলে "পোড়ামুখী তোর কি হ'লো বল্‌না ওরে,
লেগেছে কোথাও? বকেছে কি কেউ? লক্ষ্মীটি বল্‌ মোরে।
হায় হায় ও-মা ছিঁড়িস্‌ কোঁক্‌ড়া চুল!
ধূলায় লুটাস্‌ চাঁদপানা মুখ গাল্‌ দু'টি তুল্‌ তুল্‌!
সেদিন মেলায় সাধ ক'রে তুই কিন্‌লি পুঁতির মালা,
নিজ হাতে তুই গুঁড়ালি সেগুলো? ভাঙলি কাচের বালা?

মেয়ে শুধু কাঁদে বুকে দুলে ঢেউ, থর থর ঠোঁট্‌ তা'র,
ভোরের বাতাসে কাঁপে দোপাটির দু'টি পাঁপড়ির ভার।
ছোট ভাইটি সে ছল্‌ ছল্‌ চোখে 'দিদি' ব'লে ছুটে আসে,
বরষায় ভেজা দোপাটির চুমো লাগে তা'র ঠোঁট পাশে।
আঁচলের কোণে চোখ মুছে মাতা পাড়া পড়শীরে বলে,
পীরের দুয়ারে সিন্নি মাগিয়া সকাল বিকাল চলে।

গাঁয়ের ছেলেরা অবাক্ নয়নে চাহে তা'র মুখপানে,
ভোম্‌রার মতো চোখ্ দু'টো তা'র ওঝার মন্ত্র জানে।
বলে তা'রা—ও-যে, পাহাড়ীয়া নদীজল
শুক্নো আঁখির বালুচরে তা'র নামে বান কল-কল্।
চপলার মতো ফিক্ ফিক্ হাসি চেয়ে,
গেঁয়ো ভাই বলে কাঁদ্‌লে সে নাকি আরো সুন্দর মেয়ে।

সাঁঝের বেলায় জল নিতে দীঘি পথে
ফুঁপাইয়া কাঁদে,—কলস গড়ায়ে প'ড়ে যায় কাঁধ্ হ'তে।
মেঘ-ডম্বুর সাড়ীখানি প'রে সাঁঝাকাশ দেখে চেয়ে—
শাপ্‌লার শাকে চাঁদমুখ রেখে কাঁদে মোড়লের মেয়ে।
রাখালের বুকে ভাটিয়ালী জাগে চোখেতে স্বপন মায়া,
কচুপাতা ফাঁকে থমকিয়া হেরে দীঘিতে চাঁদের ছায়া।

প্রজাপতি পিছে হেথা হোথা ছুটে কাঁটা গাছ পায়ে দলে,
কাঁটার পাশেতে ঝ'রে পড়ে ফুল তা'র চরণের তলে।
প্রজাপতি হায় হারায় পাতার ফাঁকে,
"মাগো-মাগো" ব'লে কেঁদে উঠে মেয়ে মেঠো পথটির বাঁকে।
বাব্‌লার ছায়ে নামাইয়া টোকা ভাবে কৃষাণের ছেলে,
এলো বুঝি আজ বাসন্তীরাণী মায়া-অঞ্চল মেলে।
ওই দু'টি রাঙা চরণের পরশনে,
চষা মাটি ভেদি জাগিবে লক্ষ্মী ফুলে ফলে ধানে ধনে।

নিঝুম দুপুরে কল্‌সা তলার পথ দিয়ে চলে মেয়ে,
কোঁচড়ের কা'র ফলগুলি নীচে পড়ে আঁচ্‌লায় যেয়ে।
গাঁয়ের সে সেরা দস্যি কিশোর ভাবে ব'সে উঁচু ডালে,
উষার কপালে রাঙা সূর্যিটি—সিন্দুর ওই ভালে।
সরু সরু টানা ভুরু দু'টি বাঁকা বাঁকা,
গেঁয়ো নদীটির আব্‌ছায়া তীর মেঘ দিয়ে যেন আঁকা।
জ্বলজ্বলে দু'টি কামনার গ্রহ বড় বড় আঁখি তা'র,
ও-কি ও প্রদীপ মায়া-কাননের? আলো কি-ও আলেয়ার?

কিশোর-কৃষাণ ভাবে ক্ষেতে ব'সে কা'র তরে মেয়ে কাঁদে,
কা'র তনুখান্‌ কোমল লতায় দৃঢ় ক'রে এত বাঁধে!
আমি কি সে জন? তাই হ'বো আমি, তাই বুঝি হ'বে হ'বে,—
কেমনে তা' হ'বে? এ পোড়া কপালে কেমনে সে মণি র'বে?
দিঠি তা'র নীচু পাকা মউয়ার দুই ভাঁড় মদ নিয়ে,
বুক তা'র উঁচু গেঁও কিশোরের তিল তিল প্রাণ দিয়ে।
পদ্ম নিঙাড়ি গালদুটি তা'র মধুমাখা তুল্‌ তুলে,
তা'রি পানে ছুটে ভ্রমরের প্রাণ বার বার পথ ভুলে।
অশ্রুতে তা'র জড়ায়ে চরণ কিশোর ভ্রমর মরে,
সে শুধু আসে না যা'র লাগি জল কিশোরীর চোখে ঝরে।

পাহাড়ীয়া নদী তর্‌ তর্‌ যায় বেয়ে,
আঁকা বাঁকা মেঠো পথ দিয়ে চলে চাষী-মোড়লের মেয়ে।

জানে না সে তা'র বালুচর বুকে কত নদী ব'য়ে এসে
হারায়েছে হায় নিঃশেষ হ'য়ে তপ্ত বালুর দেশে।

পাহাড়ী নদীর বান ডাকে মাঝে মাঝে,
কা'র তরে তবে ? কোন্ সে লাজুক কিশোরের বুকে বাজে ?
ছোট গাঁওটির কোন্ পথপাশে কোন্ শিউলির বনে,
লাজুক তারাটি মালা গাঁথে আর ছিঁড়ে ফেলে আন্‌মনে !
কোন্ উদাসীর পাতার ভেঁপুর সবুজ সুরটি এসে,
চুমুক দিলরে সুখের কলসে খেয়ালের স্রোতে ভেসে !
ফেলিয়া সে সুখ কলস বুড়ালো সরায়ে পদ্মদলে,
ভ'রে নিল হায় মোড়লের মেয়ে একরাশ আঁখিজলে।



দেবদাসী

আমি এক দেবদাসী,
নিষ্প্রাণ ওই শিলার ঠাকুরে
আ-জনম আমি আ-জীবন ভালোবাসি।
সন্ধ্যা সকাল সিনান করিয়া
পরি এ অঙ্গে কৃষ্ণ-নীলাম্বরী,
শ্বেত-চন্দন, মেহেদীর লাল্
এ অধরে ভালে প্রতিদিন উঠে ভরি।
রাশি চুল মোর বাঁধি চূড়া ক'রে
সরু ক'রে টানি কাজল এ আঁখি কোণে,
রেশ্‌মী সূতার কাঁচলীর সনে
বাঁধি যৌবন-আকুলিত মোর মনে।

প্রতি সন্ধ্যায় সাজায়ে আরতি
চরণে চরণে নূপুরের তুলি রোল্,
শত কিশোরের বুকে বাজে ধ্বনি
আশার দোলায় ক্ষণেকের লাগে দোল্।
এ আঁখির ঠারে নির্ব্বাণ ওই
পাষাণ দেবেরে শতবার হানি বাণ,
এ রূপের মোর সাজায়ে দীপালী
হাসিয়া নাচিয়া মিলনের গাহি গান।
হায় মোর বাণ বিঁধে না পাষাণে
বিঁধে নির্ম্মম শত মানুষের প্রাণ,
এ রূপের দীপ হেরে না কো শিলা
দহে তা'র শিখা কিশোরের তনুখান।

আমি এক দেবদাসী,
এ রূপ, এ তনু—যৌবন ভোগ
বিকায়েছি দেবে, দিয়েছি কান্না হাসি।
কতো না ভ্রমর অন্ধ হয়েছে
হেরি এ বুকের যুথিকার শতনরী,
ফিরায়েছি তা'রে বার বার আমি—
এ তনু বেড়িয়া কাঁদিয়াছে মরি মরি।
এ বুকের তলে গুমরিয়া মরে—
রক্তেতে কাঁদে অনন্ত ক্ষুধা মোর,
ছি ছি মহাপাপ! তবু ভুলি কই?
ঘিরে আসে মোর তিমিরের ঘন ঘোর।

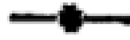
উড়ায়ে আঁচল বাঁকাইয়া তনু
নর্ত্তকী বেশে নতি দেই দেবতায়,
সে নতি আমার বার বার হায়
নামে গিয়ে ওই মানুষের জনতায়।
একি হ'লো মোর, ওগো ও ঠাকুর—
কাঁদি নির্জনে বিগ্রহে ধ'রে বুকে,
ওকি ফুটে উঠে? কা'র চাহনি ও?
মানুষের মুখ হেরি দেবতার মুখে?
হায় হায় আজি মরিয়াছি আমি
এ দেহের মাঝে দেবদাসী আর নাই,
পৃথিবীর ক্ষুধা বাঁধিয়াছে বাসা
দিবারাতি হাঁকে "দাও দাও আরো চাই।"

চতুর্দ্দশীর চাঁদ

গাঙের জলে পড়তো চাঁদের ছবি,
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে প্রথম হ'লাম কবি।
এম্‌নি ক'রে নদীর তীরে কতো নিঝুম রাতে,
দেখা তাহার সাথে।
ফাগুন দিনের উতল্ হাওয়া লাগলে বুকের তলে,
মধুর হেসে উঠ্‌তো দুলে ভরা গাঙের জলে।

এম্‌নি সেদিন শুক্লা তিথির ছিলো চতুর্দ্দশী,
আজও বুকে স্মৃতি তাহার উঠে যে উচ্ছ্বসি।
বক্ষে যেন মউয়া পাকার লাগ্‌লো নেশার রেশ,
আমার মাঝে আমার সেদিন প্রথম হ'ল শেষ।
গাগরী মোর ভাসাই সেদিন উছল গাঙের 'পরে,
রূপসী সেই চাঁদে আমি ভরি কলস ক'রে।

কলস আনি ঘরে,
আঁধার সেথায় প্রেতের মতন কুটিল হাস্ত করে।
রাখি আমার কলস খানি, খুঁজি আমার চাঁদ,
খুঁজি কোথায় লুকিয়ে আমার এই জীবনের সাধ।
কোথায় সে চাঁদ? জড়িয়ে বুকে কলস মাথার হায়,
এনেছি এই অশ্রুরাশি,—ব্যথার সাহানায়।
এনেছি হায় কলস ভ'রে ব্যর্থ-বিশ্বের জ্বালা,
জ্যোস্না ব'লে এনেছি এই অন্ধকারের মালা।
আজকে আমার ঘনায় অমা ছায়া,
অশ্রুতলে হায়রে তবু পূর্ণ চাঁদের মায়া।



পাগ্‌লী

আম ধ'রেছে গাঁয়ের গাছে গাছে,
তা'রি তলে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে পাগ্‌লী মেয়ে
ক্যান্‌-বা চেয়ে আছে।
পাগ্‌লী চলে গাঁয়ের পথে ঝাপ্‌সা আঁখির জলে,
বকুল বনের তলে ;
সন্ধ্যা দাঁড়ায় বৈরাগিনী গেরুয়া বসন প'রে
আঁচলখানি মউয়া ফুলে ভ'রে—
দিনের শেষে পল্লীবধূ যে দীপ জ্বালায় ঘরে
তা'রি শিখার 'পরে।

দুপুর বেলা পাঠশালার ওই পাশে
ছেলে মেয়ে জট্‌লা করে ফল্‌সা পাড়ার আশে ;—
পাগ্‌লী সেথা ছোট্ট ঝোপের কোণে,
লুকিয়ে অমন দেখছে কি একমনে ?
চোখ দু'টো তা'র আগুন সম জ্ব'লে পাতার ফাঁকে
গভীর ভীতি আঁকে ;
ছেলে মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দেখ্‌তে তা'রে পেয়ে
লুকায় কোথা যেয়ে।

বোশেখ মাসের ভোরে,
খোকা রবির সোনার হাসি গাঙের জলে
পড়ে যখন ঝ'রে—
গাঁয়ের মেয়ে আসে নানান্ দলে,
শিবের পূজার ফুল ভাসিয়ে যায়রে গৃহে চ'লে।
পাগ্‌লী তখন দাঁড়িয়ে থাকে একটি ধারে তা'র
বাঁধ ভেঙেছে কে আজিকে তাহার বেদনার।
কোন্ মা আজি উঠ্‌লো কেঁদে,—তা'দেরই একটিরে
চুমোর 'পরে দেয় সে চুমো বাহুর বাঁধে ঘিরে।

আধ্-ফোটা ফুল ছোট্ট গাঁয়ের মেয়ে
রইল কেমন ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাহার পানে চেয়ে,—
'মা' 'মা' ব'লে কাঁদ্‌লো মেয়ে যত,
'আমি যে তোর মা রে রেণু' পাগ্‌লী বলে তত।
গোল্ শুনেরে আসলো ছুটে মেয়ের মায়ে,
পাগ্‌লীটারে দূর ক'রে মা মেয়েরে তা'র
ঘিরলো আঁচল ছায়ে।
পাড়ার সবাই বল্‌লো "ও তো ঘোষের বাড়ীর মিণু
নয়কো রেণুবালা,—"
জবাব শুনে পাগ্‌লী মায়ের বাড়লো বুকের জ্বালা।

অট্টহেসে ছিঁড়লো মাথার চুল,
পাড়লো গালি বল্‌লো—"তোরা করবি তবু ভুল ?
হতভাগা, চিনিয়ে নিবি তোরা ?
রেণু আমার খেল্‌তো ঘেরে ফল্‌সা গাছের গোড়া।
গাঙের বুকে সাঁঝের বেলা জলে চাঁদের আলো,
রেণু আমার তার চেয়ে যে ভালো।
ফিরিয়ে দেরে পোড়ার-মুখী মুখে মুড়ো জ্বালা,
আমার রেণুবালা।"

শ্মশান-ঘাটে ছোট্ট শ'য়ের মাঝে,
পাগ্‌লী জাগে রাত্রি যখন মরছে দিনের লাজে ;
অট্টহেসে চিতায় চুমু খায়,
বনের ফুলে মালা গেঁথে গাঁয়ের পথে যায়।
থেকে থেকে ডুক্‌রে কাঁদে বুড়ো শিবের তলে,
ফুলের মালায় ছিন্ন ক'রে ডুবায় নদীর জলে।
শিবকে বলে "ফিরিয়ে দেরে ভণ্ড বেটা শনি,—
আমার রেণুমনি।"

—*—

সাথী

কাল্-বোশেখী ঝড়ের রাতে আমার ধ্রুবতারা,
জানি আমার পাগল বুকের পেলিনে তুই সাড়া।
বিষম রোলে ঝড় উঠেছে সারা হৃদয় ভ'রে,
ব্যর্থতার এ আঁধার বনে ইচ্ছা উতল করে।
ঝড়ের রাতে হাসে শুধু একটি ছোট তারা,
তাহার পানে চেয়ে চেয়ে জীবন করি সারা।

হৃদয় হেরি কাল্-বোশেখের রাতি
ফুঁপিয়ে কাঁদে—'আয়রে ওরে সাথী আমার সাথী।'
বুকের বাঁশী শুনতে পেলি? কাঁদ্‌লো গিয়ে সুর?
বল্‌লে আমি কেমন করে ভরিয়ে রাখি দূর?
সকল দূরে ভরি যে গো দীর্ঘ বুকের শ্বাসে,
ভরি আমার ব্যথার ব্যথী অশ্রু-মালার রাশে।

আকুল করা বাসনা মোর পুড়িয়ে ফেলি যত,
প্রবাল সম উঠে জেগে তেম্‌নি শত শত।
অন্ধকারে ফুকারি গো ভেঙে দুখের বাঁধ,—
'আয় গো আমার বুকের সাথী চতুর্দ্দশীর চাঁদ।'

সাথী

ওগো আমার মায়ামৃগ! ওগো জীবন-আলো!
ওই দু'টী তোর আঁখির দিঠি এম্‌নি কি ধারালো?
ঘিরে তোরে মত্ততা মোর গুম্‌রে কাঁদি উঠে,
অশ্রু আমার ঝলে কি ওই চরণতলে লুটে?
শুন্‌তে পেলি ঝড়ের মুখে জাগলো যে সাঁই সাঁই?
সেই যে আমার বুকের ধ্বনি 'নাইরে ওরে নাই।'
ভয়ঙ্করা ভীষণ বেশে কালো মেঘের তল,
বুকফাটা মোর আন্‌লো ওরে, আঁখির লোনা জল।

হাহাকারের তপ্ত শ্বাসে বিতান হ'লো মরু,
ক্রৌঞ্চ মিথুন্‌ লুকায় ভয়ে শুষ্ক হ'লো তরু।
স্তব্ধ মাঠের বক্ষ চিরে জাগ্‌লো যে 'মোর সাথী,—
আস্‌বে না কি জীবনে মোর শুক্লা তিথির রাতি?'

কৃষাণ-ব'য়ের গান

ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকা ঘোরে জাগে সূতোর বাণ,
রাত জাগিয়া চরকা কাটি বেলায় ভাঙি ধান।
হেঁসেল্ সারি উঠান্ নিকাই থালা বাসন মাজি,
আমায় তবু বল্‌বে না কি মস্ত কাজের কাজি?
কৃষাণ আমার হালের যেতে যখন ধরে তান,
দোষ দিও না বেড়ার ফাঁকে বাড়াই যদি কাণ।
ভাত রান্‌তে মিহিন্ সুরে কেবল জাগে গান,
রাত জাগিয়া চরকা কাটি বেলায় ভাঙি ধান।
সন্ধ্যে সকাল নদীর ঘাটে যাইগো ত্বরা করি,
'কল্‌মীলতা' সখীর সনে হাসি পরাণ ভরি।
ক্ষণে ক্ষণে আন্‌মনা হই চেয়ে মাঠের পানে,
আসলো কিনা কৃষাণ আমার ছোট মেয়ের টানে।
একটু রাতেই ঘুমায় খুকী বাপ্ আদুরে মেয়ে,
আমার মনে কথার তুফান ওঠে যে বুক ছেয়ে।

ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকা ঘোরে বয়রে সূতোর বান,
রাত জাগিয়া চরকা কাটি বেলায় ভাঙি ধান।

জ্যোস্না-সায়র জলের তলে ডুব্‌লো ধরা-রাণী,
ভুল ক'রে কাক্‌-কোকিল গাহে ভোর-বেলাকার বাণী।
চাঁদের সনে হেসে হেসে শাপ্‌লা লতা খুন,
বাতাসরে আজ করলো সে কোন্ রাতের ফুলে গুণ।
চাঁদের আলোয় অঙ্গ মেলে নীহার রাজার ক'ণে,
গাছের পাতায় মুক্তো মাণিক জড়ায় যে আন্‌মনে।
কৃষাণ আমার জাগো! জাগো! রাতের বায়ু বয়,
কেন যে মোর মনে আজি অনেক কথা কয়।

ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকা ঘোরে বয়রে সূতোর বাণ,
রাত জাগিয়া চরকা কাটি বেলায় ভাঙি ধান।
চরকা চাকায় ঘোরে আমার দুঃখ সুখের রাতি,
'চরকা আমার স্বামী পুত্ চরকা আমার নাতি।'

চরকা চাকায় বাসছি ভালো সইছে না কি প্রাণে?
সতীন্ তোমার ডাক্‌ছে ওগো! ডাক্‌ছে নানান্ ভানে
কুঠীর কোণে ক্ষীণ আলোকে তুলার পাঁজে টানি,
লক্ষ্মীরে আজ সরু সূতোয় বাঁধছি ঘরে আনি।
জাগ্‌রে কৃষাণ, এমন রাতের হয় যে অপমান,
ঘর্ ঘর্ ঘর্ চরকা ঘোরে সূতোয় জাগে বান।

হুতুম্ প্যাঁচায় ডাক দিয়েছে ওই সুপারী বনে,
'বউ কথা কও' বাব্‌লা শাখে ডাক্‌ছে অকারণে।
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ডাক্‌ছে ঝিঁ ঝিঁ ঘুমায় মেঠো পথ,
নীরব দেবের ভাঙলো বুঝি ভাঙলো হেথা রথ।
আমার মনে জাগছে যে আজ কথার মহা-বান,
রাত জাগিয়া চরকা কাটি বেলায় ভাঙি ধান।

ভুল

ভূধর ধরে যেথা নভের নীল সাড়ী
নভ সে নীচু মুখে হাসে,—
তাহার পদতলে নিঝুম দাঁড়ায়েছে
নগর দু'টি দুই পাশে।

পূবের নগরের রাজার এক মেয়ে
বাজায় বীণা জলধারে,
রাজার ছেলে এক সোনার হরিণীরে
খুঁজিয়া ফেরে পরপারে।

রাজার মেয়ে একা পথের পাশে বসি
মৃদুল সুরে গাহে গান,
রাজার ছেলেটির ইহারি ছোঁয়া লেগে
পরাণ করে আন্‌চান্‌।

শিকারী পথভুলে কাজল এলো চুলে
নয়ন কোণে মরে ঘুরে,
মালিনী চাঁপা ভাবি আঙুল বিঁধে নিজ
বেদন জাগে হৃদিপুরে।

সাঁঝের ছায়া যবে উদাসী ফেরে পথে
গেরুয়া বাস পরি গায়,
রাজার ছেলে একা ফিরিয়া যায় ঘরে
নূপুর বাজে পায়ে পায়ে।

* * *

নদীর পূব্‌-পারে উছলে কলহাসি
নিশান্‌ উড়ে ঘরে ঘরে।
রাজার এক মেয়ে অতীব ধূমধামে
বোশেখী ব্রত আজ করে।

সেখানে জড়সড় বসিয়া রাজপাটে
কুমার নদীপারবাসী।
ক'নের সখী তা'রে ডাকিলে অন্দরে
প্রসাদে উঠে হাসাহাসি।

রাজার পরিষদে সবার আঁখিকোণে
হাসিটি নাচে ফিরে ফিরে।
আনত-শির লাজে কুমার ভয়ে ভয়ে
মাটিতে আঁখি রাখে ধীরে।

উঠিয়া রাজাদেশে সখীর পিছে পিছে
বলীর ছাগ সম চলে।
সোহাগে রাজ-ক'ণে ধরিলে হাতদু'টি
লুকায় সখী কোন্ ছলে।

কুমারী খোঁপা হ'তে তুলিয়া ফুলমালা
হাসিয়া তা'রে ছুড়ে মারে,
কুমার নত আঁখি আবীর-রাঙা মুখে
ভাঙিয়া পড়ে লাজ্ ভারে।

দুলালী বেঁধে দেয় অলক সযতনে
পরায় মণিময় হারে,
সোহাগে হেসে কেঁদে চরণে হাত রেখে
বলে সে ভালোবাসে তা'রে।

তুলিয়া ধরে বালা আনত মুখখানি
পাতায় ঢাকা ফুল সম।
বুকের নীপবনে বাঁধিয়া বাহুপাশে
কুমারী বলে—'প্রিয়তম'।

হৃদয় যাচে হৃদি হায়রে রাজবালা
খুঁজিয়া আজি তাই ফিরে।
হেরে সে আন্‌মনা কুমার ভাবে কি যে
নয়ন ভাসে তা'র নীরে।

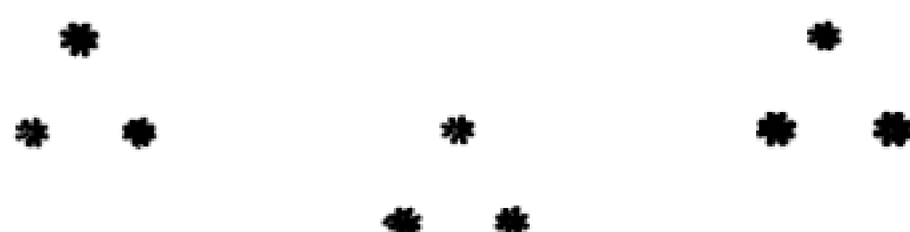
* * *

কাঁদিয়া উঠে বালা বেদনা ভরা বুকে
ছিঁড়িয়া ফেলে শতনরী।
লুটায়ে ভূমিতলে চেতনা হারাল সে
সখীরা এল ত্বরা করি'।

শুধায় শতসখী শতেক কুতূহলে
"কুমারী কেন কাঁদি উঠে ?"
নীরবে চ'লে আসে কুমার নিজদেশে
ধূলার মাঝে হৃদি লুটে।

পুরীর পথে পথে সানাই বাজে যবে
কুমার কাঁদে হৃদি-কোণে।
বেদনা দিল যত তাহার শতগুণ
ব্যথিত নিজ মনে মনে।

আকাশে ধ্বনি যেন বেদনা দিতে গিয়ে
ফিরায়ে নিজ বুকে নিলে।
কুমার আজি তাই নিঝুম নদীকূলে
গুমরি মরে তিলে তিলে।



বরষ তা'র পরে ফিরেছে ম্লান মুখে
কাঁদেনি বীণা বনে বনে,
হরিণ খুঁজে খুঁজে নদীর পারে কেহ
ছলে নি নিজ হৃদি সনে।

বনের বুক ছেয়ে কুসুম ফুটে ঝরে
মালায় গাঁথে নাই কেহ।
রচে নি কেহ গান বৃথাই ঝ'রে গেছে
আকুল বাদলের স্নেহ।

সেদিন রাতি শেষে সানাই বেহাগেতে
পূবের দেশ হ'তে বাজে।
আকাশ ছেয়ে যেন রঙিন্ পাখী উড়ে
নগর পতাকায় সাজে।

নদীর পূব্-পারে মহান্ উৎসবে
বিবাহে এলো নব বর।
রাজার এক মেয়ে দিয়েছে মালা কা'রে
জীবনে করি নির্ভর।

এপারে পশ্চিমে রাজার এক ছেলে
মৃগয়া গেছে রাতি শেষে,
মাথায় মণি বেঁধে বনের উৎসবে
কুমার চলে বর-বেশে।

সন্ধ্যা এলে নেমে   ওপারে আলো শত
নদীর কোলে উঠে দুলে,
এপারে নদীজলে   আঁধারে আঁখি জ্বলে
কাহার ঘন কালো চুলে।

হরিণ দলে দলে   আজিকে পথ ভুলে
বীরের দেহে এসে পড়ে;
শৃগাল ঘন বনে   ধনুক টানি আনে
আঁধারে আঁখি ভয় করে।

ওপারে পিকবালা   ফাগুন বাসরেতে
মধুর গাহে—'কুহু কুহু'।
এপারে একা বসি   ব্যথার খরতাপে
কোকিল কাঁদে—'উহু উহু'।

সেদিন রাত্রি শেষে   রাজার মেয়ে স্নানে
নদীর যায় তীরে তীরে;
কমল ফোটা এক   ঘাটের কোলে দুরে
নাচিয়া ওঠে ধীরে ধীরে।

শৃগাল দল বাঁধি সেথায় ভিড় ক'রে
বাতাস কাঁপে কলরবে।
রাজার মেয়ে বলে— "কমল আনি তুলে
আয়গো আয় সখি সবে।"

তখনো নভকোণ হাসেনি সোনালোকে
রাতের স্মৃতি দোলে জলে,—
রাজার মেয়ে সেথা সাঁতারি সবা আগে
কপোল রাখে ফুল তলে।

চমকি উঠে একি ! কমল নহে'তো এ !
এ কেউ ডুবে গেছে রাতে ?
উষার আলো হেরে দুইটি রাঙা ফুল
দুলিয়া উঠে সাথে সাথে।

রাতের শেষ স্মৃতি নভের শেষ তারা
বিদায় বেলা পিছু চায়,
নয়ন ছলছলি বিদেশী পথিক সে
বনের পথে নেমে যায়।

সখীরা বলে "একি ! ক'নের মোতিহার
শবের বাঁধা কালো কেশে !
শবের মুখে ছি ! ছি ! রাখিস্ মুখখানি
এ কোন্ খেলা তোর শেষে।"

বিধুরা তটিনী সে অশ্রু-আল্‌পনা
নীরবে আঁকে নদীকূলে ;
রাজার মেয়ে মরে ব্যথার স্রোতে ডুবে
শবের সাথে উঠে দুলে।

অরুণ জ্ব'লে মরে নগরবাসী হেরে
কিনারে দুটি ঝরা ফুল,
নীরব ভাষা ফুটে 'ওগো ও প্রিয়তমে
জীবনে গাঁথিয়াছি ভুল।

মরণ দুয়ারেতে সে মালা ছিঁড়িয়াছে
সে ফুল পড়িয়াছে ঝ'রে,
কালের স্রোতে দোঁহে নূতন বাঁধি গান
নূতন মালা গলে প'রে।'

এপারবাসী ক'নে ওপারবাসী বর
মিলন মাঝ্‌ নদী জলে ;
আলোর সাথে আজ পারের বন-ছায়ে
মিতালি নদী কল কলে।

পরিচয়

মরমের তলে তলে
নিশীথে ব্যথার বীণার রাগিণী বাজি উঠে পলে পলে।
দিনের আলোকে বক্ষে ধরণী লুকায় রাতের চাঁদে,
শত আঁখি হ'তে আড়াল করিয়া রাখি এ ব্যর্থ সাধে।
যৌবন মোর ফোটো ফোটো যবে ভ্রমর গিয়েছে উড়ে,
কি হবে আমার এত ব্যথা নিয়ে সারাটি হৃদয় জুড়ে!
বল্ সখী বল্ রূপের জোয়ার জল
শ্মশানের ছাই বুকে নিয়ে মোর করে আজো টল্‌মল?

চাহিতে পারিনা চোখে চোখে কা'রো সনে,
মানুষের দ্বারে হিয়া থর থর কাঁপে কোন্ অকারণে।
সারাটি দিবস কাজের মদিরা কণ্ঠ ভরিয়া পিয়ে
আপনারে আমি ছাড়িয়া রয়েছি বুকের যাতনা নিয়ে।
যে মোরে শুধায় 'ওগো উদাসিনি, বল তব পরিচয়',
কি আমি কহিব সে কথা তো আর মুখে বলিবার নয়।
ছিলো পরিচয় সীঁথির সিঁদুর, বাহুতে সোনার বালা,
আঁখিতে আছিল তিমির কাজল, অলকে কুসুম মালা।
দু'হাতে বাজিত শুভ কঙ্কণ,—কৃষ্ণ-কলিকা সাড়ী
শ্রীঅঙ্গ ঘেরি বাতাসে নাচিত পরিচয় উচ্চারি।

নিবে গেছে হায় এয়োতির অরুণিমা,
ডুবেছে তিমির অমাবস্যায় মোর জীবনের সীমা।
ভেঙেছে আমার হাতের কাঁকণ, ছিঁড়েছে খোঁপার ফুল,
মালা শুকায়েছে, কাজল ছেড়েছে আঁখির নদীর কূল।
সেই নদী দিয়ে ভাসিয়া গিয়েছে ভালের সিঁদুর টিপ,
ঘন-কুহেলিয়া মরণের পথে বহিয়া স্মৃতির দীপ।
সেই সাথে মোর যত পরিচয় তাহাও গিয়াছে ভাসি,
একা মালা গাঁথি লইয়া আমার অশ্রুজলের রাশি।

কনকচাঁপা

সাধ ক'রে তার নাম রেখেছি 'কনক চাঁপা' ফুল,
গাঁয়ের ছেলে বল্‌তো কালো বুকের বুল্‌বুল্‌।
কালো সে কি সত্যি কালো?
সেই যে আমার কালোর আলো;
তাই তো বলি কনক চাঁপা
তাইতো করি ভুল।
'চাঁদের আলো'র আঁচ্‌লাতে তা'র ছড়ায় এলোচুল

'কনক চাঁপা'র ফুট্‌লো কলি ছুট্‌লো অলিদল,
রূপ ঘ্রাণের ঐ মদিরে তার পরাণ টলমল্‌।
বসন্ত তার আন্‌লো দ্বারে
অথৈ জোয়ার দেহের পারে;
অরুণ আলোয় রাঙলো তাহার
ছোট্ট কপোল তল্‌।
সোনার চাঁপা সোনার আলোয় হাস্‌লো খলখল্‌।

পরাণ তারেই বাস্‌লো ভালো সবার চেয়ে সেরা,
ভাবি তাহার ঠোঁট্ দুটিতে স্বপন আছে ঘেরা।
পরাণ আমার তাহার পাশে
ছুটে বেড়ায় কিসের আশে;
ভ্রমর সম গুঞ্জরি তা'র
নিতুই চলাফেরা।
রামধনুর ওই রঙের চেয়ে ঠোঁটদুটি তার সেরা।

কিশোরী সে মুগ্ধ গানে মুগ্ধ পাখীর ডাকে,
রাখাল ছেলের মেঠো সুরে মুগ্ধ বেড়ার ফাঁকে।
উঠান্ তাহার পরশ তলে
হাসছে আজি ফুলে ফলে;
মুগ্ধ আজি মেঠো সে পথ
দীঘির বাঁকে বাঁকে।
সে যেন রে বসুন্ধরায় মোহাঞ্চলে ঢাকে।

আল্‌তা পায়ে সন্ধ্যাবেলা পূজার ডালা হাতে,
চণ্ডীতলায় যেত সে যে একটুখানি রাতে।
দুঃখ-ভীরু কপোত সম
উঠ্‌তো কেঁপে পরাণ মম;
পিয়াল সম উঠতো নেচে
তার সে নয়নপাতে।
পরাণ আমার নেচে কেঁদে ফিরতো তারই সাথে।

বটের গলায় জড়িয়ে ওঠে ঝুম্‌কো ঘনলতা,
তার সে রূপের জড়িয়ে তরু জাগে আমার ব্যথা।
আঁচ্‌লাতে তার চাবি বাঁধা
ভাবে আমার মানস রাধা—
বন্ধ আছে পল্লী মায়ের
গোপন মাণিক কোথা!
ছোট্ট ঠোঁটের কাঁপনটুকু জাগায় ব্যাকুলতা।

এম্‌নি সে এক বোশেখ মাসে হঠাৎ দেখি তার,
বন্ধ হ'লো বাহির হওয়া কুটীর আঙিনার।
তার যে শিবের পূজার তরে
সাজাই কুসুম থরে থরে;
চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলি
শুক্নো পুকুর ধার।
গাঁয়ের পথে চলা ফেরা বন্ধ হ'লো তা'র।

তার পরে যে কতোদিনের ঝাঁ ঝাঁ দুপুর বেলা,
উদাস চেয়ে মাঠের ধারে বাঁধি স্বপন মেলা।
কোঁচড় ভ'রে কাঁচা আমে
দাঁড়াই তারই ঘরের বামে,
বাঁশীর বুকে কান্না তুলে
করি সুরের খেলা।
কাজের ছলে 'উঁকি দিয়ে' যেতো দুপুর বেলা।

এম্‌নি সে এক দুর্যোগেতে ঝড় বাদলের ভোরে,
বেহাগ সুরের সানাই শুনে কাঁদি ঘুমের ঘোরে।
সেদিন মাঠে দিবা রাতি
বাঁশীটি মোর হ'লো সাথী,
পরের দিনে দেখি ক'নে
পাল্কী গেলো চ'ড়ে,
দোরের ফাঁকে দেখি দুটি অশ্রু পড়ে ঝ'রে।

হিংসা লাগি উঠ্‌লো জ্ব'লে আমার সারা প্রাণ,
লাঠি হাতে চলনু বরে করতে খান্‌খান্‌।
ছুটে গিয়ে পাল্‌কী পাছে
কখন বসি পথের মাঝে,
হঠাৎ বুঝি পড়লো মনে
অশ্রু কণা দান!
হারালে সে পথের বাঁকে ব্যথার জাগে বান।

দুপুর বেলা চলি গাঁয়ে 'কনকচাঁপা' ব'লে,
তুল্‌সীতলা শুক্নো তাহার শুক্নো 'ঝারা' কোলে।
দু'চোখ আমার উঠ্‌লো ভ'রে
তুল্‌সী তলে পড়লো ঝ'রে,
ভিজ্‌লো তাহার শুক্নো মাটি
ভিজ্‌লো চোখের জলে,
অভিমানে ভেঙে বাঁশী ফেল্‌নু দীঘি-তলে।

মুখটি কি তার ভুল্‌তে পারি ? আজও চোখের জলে
পান্তা ভাতের কাঁসীতে মোর নুন যায়রে গ'লে।
জল ছাঁচ্‌তে মুলোর বনে
ভাঙলো ডোঙা পড়লো মনে—
আজকে যে সেই 'বিশে বোশেখ'
যায়রে শুধু চ'লে।
ছুটে আমি দাঁড়াই গে ত'ার শূন্য আঙিন্‌ তলে।

সে ছিলো মোর পদ্মপাতার প্রিয় মুকুটখানি,
গভীর রাতে বাঁশীর বুকে ছিলো সুরের রাণী।
মাঠে ব'সে ভাব্‌তে তা'রে
হারাই গাভী বনের ধারে ;
ঝড়ের রাতে মুখটি যে তা'র
বজ্র গেলো হানি।
ছলছল্‌ তা'র চোখ দু'টি যে সব—হারাণো বাণী !

তা'র তরে মোর তৈরী ঘরে হুড়ুম চালের মুড়ি,
উড়কী ধানের মুড়কী যে আজ একটি ভরা ঝুড়ি।
কাঁচা মিঠে আমের ঝাড়ে
গাছগুলো আর সইতে নারে,
ফল্‌সা পাকা শুকিয়ে যে যায়
করে না কেউ চুরি।
দীঘির বুকে ঝ'রে যে যায় পদ্ম ফুলের কুঁড়ি।

আসবে না আর? বাপের ভিটায় আসবে না আর ফিরে?
ইচ্ছা করে মরিগে আজ দীঘির কালো নীরে।
দীঘিতে সেই সোনার মেয়ে—
সকাল সাঁঝে ডুব্‌তো যেয়ে,
কাজল দীঘির জলেতে তা'র
সোহাগ আছে ঘিরে।
ইচ্ছা করে সারা জীবন ঘুমাই দীঘির নীরে।

—*—

'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ'

শরতের আলো নিবে আসে ধীরে নিবে আসে হায় হায়,
বনপাখী বলে "বিদায় বিদায় বনের ব্যাকুল বায়।"
নির্ঝর বলে "যাই যাই যাই শেষ হ'লো মোর গান,"
সাদা মেঘখানা শেষ আশাটুকু তা'রো আজ অবসান।
শেষ হালি যুথী বাঁধি এলোকেশে
শরতের রাণী চলে দূর দেশে,
পায়ে পায়ে বাজে ঝিঁঝিঁর নূপুর মেঠো পথে অভিযান;
বনানীর পথে মিলাইয়া যায় ঝরা-শেফালীর গান।

দাঁড়া দাঁড়া তোরা দাঁড়া একটুকু বুকে মোর আছে গান,
স্বপনের শাখে রাঙা-কামনার কুঁড়ি মাঝে কাঁদে ভ্রাণ।
ফেলে যাস্‌নে গো পথের ধুলায় ফেলে যাস্‌নে গো তা'রে,
ফুটিতে সে চায় ক্ষণেকের তরে ভাঙিয়া অন্ধকারে।
শীতের কুয়াসা নামে নীলাকাশে
শিহরিয়া উঠে কুঁড়ি সে তরাসে;
কেঁদে বলে "হায়, বুকে মোর ভ্রাণ র'য়ে গেলো নবরাগে,
দাঁড়া ওগো দাঁড়া শেষ কলি গান গেয়ে নি ঝরার আগে।

হায়, ভুলিতে হয়

হায়, ভুলিতে হয় !
ব্যথার ভাদর নীর উছলি হৃদয় তীর
আঁখি কোণে ঝুরু ঝুরু নীরবে বয়।
বাব্‌লার শাখে শাখে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে
গোধূলির আলো বলে 'যাইরে যাই'—
ধরণীর স্নেহ-কোলে দিবসের স্মৃতি ব'লে
ক্ষণ তরে ঠাঁই তা'র আর যে নাই।
এ ধূলার ঘরে যারা যুগে যুগে হ'লো হারা
ধূলা কি সে বহে স্মৃতি সে পরিচয় ?
হায়, ভুলিতে হয় !

হায়, ভুলিতে হয় !
নদী হাসে খল্ খল্ স্মরণের শতদল
হারাইয়া যায় কতো হয় সে লয়।
সাহারার মরু 'পরে চাতক কাঁদিয়া মরে
'আকাশের জল কোথা ফটিক জল'—
এ ফটিক জল বিনা মনে হয় বাঁচিবেনা
বেঁচে তবু থাকে হায় ধরণী তল।
একদিন যা'র তরে এ জীবন বুঝি মরে
পরদিন ছাড়ি তা'রে বাঁচিয়া রয় !
হায়, ভুলিতে হয় !

হায়, ভুলিতে হয়!

চপলার স্মৃতিটুকু   কতোকাল ধুকু ধুকু
গগনের হৃদি ছেয়ে জাগিয়া রয়!
জ্যৈষ্ঠের রবি করে   ধরণী পুড়িয়া মরে
হারাইয়া যায় তার সকল আশ্;
আবার আষাঢ় এলে   দাঁড়ানো অলক মেলে
যৌবন ভরা মুখে মাধুরী রাশ।
আজ যা'র ছবি আঁকা   বুকে মোর বেঁচে থাকা
ভুলে তারে কাল দেহ শ্মশানে নয়।
হায়, ভুলিতে হয়!

—※—

বিলাসিনী প্রেম

দিবসের আয়ু শেষ হয় ধীরে পশ্চিম নভ-কোণে,
রাঙা মেঘ সেথা উড়ে যায় হেসে বাতাসের সনে সনে।
চুন বালি ইটে গাঁথা আছে হেথা মানুষের প্রাণটুকু,
জীবনের দীপ নিবে আসে তা'র থেমে আসে ধুকু ধুকু।
রাঙা মেঘ সম শিয়রেতে তা'র হাসে মুখপানে ফিরে
বিলাসিনী প্রেম—লাল ক'রে ঠোঁট অভাগার বুক চিরে।
নেমে আসে ঘরে সাঁঝের আঁধার জ্বলে নাকো দীপশিখা
অভাগার ভালে এঁকে দেয় প্রেম মৃত্যুর ললাটিকা।
দুনিয়ার ঘরে ব্যথার দীর্ঘশ্বাসে
নিবে প্রাণ-দীপ মিটি মিটি জ্ব'লে তিমির আঁধার রাশে।
দপ্ ক'রে উঠে শেষ শিখাটুকু সব সাধ ভুলে যায়,
একরাশ জ্বালা শূন্যেতে তার কেঁদে উঠে—'হায় হায়।'

—*—

পোষ আসে ওই

পোষ্ আসে ওই—বাংলা দেশের চাষী!
তোর স্বপনের ধানের শিষে ভরলো সোনার হাসি ;
বাংলা দেশের চাষী।
গাঙের ঘাটে লক্ষ্মীরাণীর নাওখানি আজ লাগে,
লক্ষ্মী আসে—মাঠের বুকে সোনার তুফান জাগে।
কৃষাণী বউ কোথায় রে তোর শাঁখ্?
ঝিউড়ি কোথা? আলোচালের আল্পনা কই আঁক্!
ছেঁড়া মেঘের কাঁথায় শুয়ে শীর্ণ চাঁদের কায়া
বনের ধারে মেল্‌তে ছিলো বিষাদ কালো ছায়া।
পোষ্ আসে ওই তৃপ্তি নামে চাষার দু'চোখ জুড়ে,
চাঁদ উঠে আজ মোহন হেসে বস্‌লো প্রাসাদ চূড়ে।
তৃপ্তি নামে চাষার দু'চোখ জুড়ে।

ফুটিফাটা মাটির বুকেই ফল্‌লো সোণার ফল,
পাঁজ্‌রা গোণা বুকের মাঝেই সোহাগ অচঞ্চল।
বনের মেয়ে পাড় বুনে আজ তরুলতার শিরে,
গাঁয়ের নদী আল্‌পনা দেয় গাঁয়ের দু'দিক ঘিরে।
উঠান্ ছেয়ে উঠ্‌লো ভ'রে কাল্-কাসুন্দে ফুলে,
ঘরের চালে লাউর ডাঁটা পড়ছে ঝুলে ঝুলে।

বৌ-ঝি কোথা? কোথায় চাষীর জন?
মনের গোলায় ভরবি নে গো সোনা হাসির ধন?
কোথায় চাষীর জন?

পোষ্ আসে ওই—চাষা ও-তোর ফল্‌বে অভিলাষ,—
নাত্‌নি কোলে দাওয়ায় ব'সে হুঁকা টানার আশ্;
ও-তোর ফল্‌বে অভিলাষ।

গরুর গাড়ীর উপর ব'সে পোষ্ আসে তোর দ্বারে,
কৃষাণী-বউ হুলু দে আজ মোছ্‌রে অশ্রুধারে।
পোষ্ আসে তোর দ্বারে।

'ইতু' পূজার 'উয্‌যুগ' কই? কচি হাতের আল্‌পনা?
পরবি নে আজ আল্‌তা পায়ে মেয়ে ও মায় দুইজনা?
বেঁচে থাকাই মিথ্যে যখন—মোছ্‌রে চোখের জল,
পোষ্ আসে ওই, হেসে নে তুই—ওইটুকু সম্বল।
মোছ্‌রে চোখের জল।

—*—

মুসাফীর

তোমরা আমারে চিনিবে না ভাই আমি এক মুসাফীর,
ধরণীর পথে সম্বল মোর দু'টি ফোঁটা আঁখিনীর।
দুনিয়ার ঘরে বহুদিন হ'লো হারিয়া পাশার খেলা,
সব-হারানোর ব্যাথাটুকু নিয়ে ভাসানু জীবন-ভেলা।
কৃষ্ণা-তিথির কাস্তের মতো ক্ষীণ চাঁদ ধুক্ ধুকু,
আমারে হেরিয়া যক্ষ্মা রোগীর হাসে ম্লান হাসিটুকু।

চরণের তলে ধূলিরাশি বলে—'ভাই,
এনেছিস্ কিছু? দু'টো হাসি গান—তাও বুঝি তোর নাই?
আমি বলি নাই, কিছু মোর নাই নাই,
বক্ষের মাঝে জড়াইয়া যারে বলি আজ তোমা চাই—
কাঙাল নয়ন দেখে বাহুতলে হারায়েছে তার কায়া,
ক্ষুধা-দানবের চোখে মুখে কাঁদে না-পাওয়ার কালো ছায়া।
নিঃস্ব ফকির বেয়ে চলে ভেলাখানি,
জন্মের গাঁও পিছে ফেলে চলে মৃত্যুর রাজধানী।

হারায়েছি সব হারাইনি তবু ব্যর্থ বিশ্বের জ্বালা,
তারে ছাড়ি তবু সে কি ছাড়ে মোরে? সে যে অচ্ছেদ্য মালা।
আজো স্মৃতি বুকে নাচে রুণু ঝুণু এ কোন্ নূতন ঢঙে,
রাঙা আঁচ্লা সে রাঙা হ'লো আরও আমারি ব্যথার রঙে।

শ্রাবণের মেঘে ছেয়ে যায় নভ ঝরে জল ঝুর ঝুর,
বুকে মোর ঘিরে ব্যথার ঘনিমা ভেসে যায় হৃদি-পুর।
সরোবর জলে হেরি মোর মুখে ও-কার মুখের ছবি?
নয়নে আমার নিভে যায় হায় চন্দ্র-তারকা-রবি।

শ্রাবণ-আকাশে মেঘ-রোদ হেরি বিস্ময় লাগে মোরে,
মেঘ চুল এলি হাতছানি দিয়ে ডাকে কি সে নভ-দোরে?
চামেলীর বনে ফাগুন বাতাস বহে ঝির ঝির ঝির,
পিছু হেরি বৃথা—ডাকে কি সে কেউ 'মুসাফীর মুসাফীর!'

সে যে ভাই আলো নেবানো দীপের মোর,
আলোকে সে হাসে জীবন আমার যদিও আঁধার ঘোর।
ধূলায় কুসুম শুকায় আমার তবুও ঘ্রাণের রাশি,
আকাশে বাতাসে আকুল আবেগে অকূলে চলেরে ভাসি।
বুক মোর জ্বলে সে জ্বালার 'পরে জাগেরে বুকের ঘ্রাণ,
দেহ মোর মরে তা'রি শ'য়ে বাঁচে অমৃতপুত্র প্রাণ।

-*-

অবুঝ

চাহে কে আমারে—চাহে না কে মোরে যেন
ব্যথিত হৃদয় বুঝিতে পারে না কেন ?
এত কি দুরূহ কথা ?
মোর তরে তার বুকে নাই ব্যাকুলতা।
জাগে নাই রাতি আঁচলে প্রদীপ ঢাকি,
মালঞ্চে ফুল ফুটে নাই মোরে ডাকি।
ব্যর্থ হয়েছে অঢেল নয়ন-লোর,
চির তরে তারে ভুলে যেতে হ'বে মোর।
এই তো সহজ কথা,
বুঝে না যে হিয়া এত কি সে জটিলতা !
বুঝে আর সব,—কাজল চোখের মায়া,
সোনা বাঁধা বাহু, ফুলধনু হেন কায়া।
ঢল্‌ঢলে কালো কপালে সিঁদুর টিপ,
ব্যথার আঁধারে জ্বালে সে মাধুরী দীপ।
কালো কবরীতে জড়ায় বিজলীলতা,
এলো চুলে ঝরে ভীরু বাদলের ব্যথা।
আরো কত কিছু সহজে বুঝিতে পারে,
সে আমার নহে—এ কথা বুঝিতে নারে।

—*—

দেয়ালী

দেয়ালীর ওই জ্বাল্‌ছো আলো সারা আঙিন্ ভ'রে।
কিশোরী ওই আনন ছেয়ে
দীপের আলো উঠ্‌ছে গেয়ে,
আলোর ছোঁয়া লাগিয়ে দে যাও একটি ক'রে ক'রে।
প্রদীপ জ্বলে আঙিন্ ভ'রে।

হেথায় আমি দাঁড়িয়ে হেরি তিমির আকাশ তলে,
আঁধার রাহু নিবিড় ক'রে
ধরার তনু জড়িয়ে ধরে,—
ধরার মেয়ে ফুঁপিয়ে উঠে হারায় সংজ্ঞা বলে।
দাঁড়াই আঁধার আকাশ তলে।

দূর হ'তে আজ হেরি তোমার আলোর মালাটিরে।
তোমার সাড়ী ডুরের মত
আমার চোখের দৃষ্টি শত
ঘেরি তোমায় অন্তহারা মরছে ঘুরে ফিরে।
হেরি আলোর মালাটিরে।

ভিজে চুলের বাঁধছো এলো? যাক্‌না খোঁপা খুলে।
তার সাথে কি বাঁধ্‌ছো মোরে?
অশ্রু আমার রাখছো ভ'রে?
সারা জীবন কাঁদ্‌বো আমি তোমার দেহ-কূলে?
তোমার যাক্‌না খোঁপা খুলে।

ওকি! আবার ঘরের চূড়ে জ্বাল্‌ছো আরো দীপ?
আঁধার কোথা? তবু আবার
প্রদীপ জ্বালো সিঁড়ির দু'ধার?
দুধ্‌-আল্‌তায় আবার আঁকো কালো খয়ের টিপ?
তুমি জ্বাল্‌ছো আরো দীপ?

বুকের কাপড় দিচ্ছ টেনে লাগ্‌ছে তবু তাত্‌?
আগুনের ওই দাহন শুধু
বুকে তোমার করছে ধূ ধূ?
চৌদ্দ-প্রদীপ হাতে তবু বক্ষে অমা-রাত?
বুকে লাগ্‌ছে শুধু তাত্‌?

কিশোরী ওই আনো আনো শেষের প্রদীপখানি।
তৃপ্তি-হারা এই মরমে
আঁধার আছে অনেক জ'মে,
হেথায় তোমার একটি দীপে ফুটবে বিজয়-বাণী।
হেথায় আনো প্রদীপখানি।

—*—

আমি শুধু গাই কামনার যত গান

আমি শুধু গাই কামনার যত গান।
রিক্ত মানুষ—ভালোবাসি আমি সারা মনপ্রাণ ঢেলে ;
যে দিয়েছে বুকে অনন্ত ক্ষুধা কামনার দীপ জ্বেলে,
যে দিয়েছে মোর সব স্বপনেরে সব গোপনেরে
ভাঙিয়া চরণতলে,
তারি লাগি মোর সব দেবত্ব—তারি লাগি মোর
পরম আত্মারে
ডুবায়েছি আজ কামনার মোর দুর্দ্দমনীয় গরলের কল্লোলে।
আজি তাই ঢালি কবিতার বুকে গলায়ে গলায়ে প্রাণ,
আমি শুধু গাই কামনার যত গান।

আমি গাই যত বিশ্বের এই তৃপ্তিহারার গান।
নব-সৃষ্টির আদিম প্রভাতে এসে
রাহু-মুখ হ'তে ক্ষুধিত কামের বাণী
চঞ্চল গতি এক রাশ ঘন ধূম্রের বেশে বিশ্বের বুকে মেশে।
তারপর হ'তে যত নর নারী—পশু পাখী আর
যত আছে জীব প্রাণী,
তান্ত্রিক সাজি দেহের দেউলে পূজা করে ব'সে
কামনার এই রাণী।

আজি তাই আমি ভালোবাসি যারে—
ভালোবাসি যা'র কায়া,
ভালোবাসি মোর আকুলিত যত ইন্দ্রিয়ত্ব দিয়ে।
কামনার রাশি নিয়ে
ভালোবাসি তার অণু পরমাণু,
ভালোবাসি তার সবটুকু ঘিরে আমি।
মর-জীবনের ক্ষণে ক্ষণে এই মৃত্যুর মহাদুখে
পলে পলে আজ অনুভব করি বুকে—
অমরত্বের কিছু নাহি মোর—দেবতা তো নহি আমি,
বেদনার দহে অভিশপ্ত এ মানুষ অতীব কামী।
আমি আজ তাই ভালোবাসি তার-দেহ-উত্তাপ
প্রতি লোম-কূপ জুড়ে।
ঘেরি তার তনু বসনেতে আঁকা কাজল রেখাটি হয়ে
অন্ত-হারাগো তৃপ্তি-হারাগো পান্থরে আমি
মরি শুধু ঘুরে ঘুরে।
বিদ্রোহিতায় ভ'রে ওঠে মোর প্রাণ—
গেয়ে উঠি আজ কামনার মদে মত্ত মাতাল যৌবন জয়গান।
মহা-আকাঙ্ক্ষা আগুনেতে পুড়ে পুড়ে
অসহায় নর কাঁদে তার দেহ-পুরে ;
তিল্ তিল্ করি জীবনের হয় অবসান—অবসান।
আমি শুধু গাই কামনার যত গান।

—*—

নদী ও তারা

অমাবস্যার আঁধার গগনে হেসে ওঠে এক তারা,
আমি ব'য়ে চলি পাহাড়ী নদীর চঞ্চল জলধারা।
পিছু হ'তে হাঁকে ভাদরের জল আসে সঙ্গীত রেশ,
দূর অজয়ের বালুর শ্মশানে জীবনের করি শেষ।
আমার বুকের অসীম আঁধার 'পরে
দূর আকাশের তারকার আলো জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ করে।
ডাকি 'আয় তারা, ঘনালো আঁধার, আয় সুদূরের সাথী ;
কাঁদে স্রোত 'আয়, বিদায়ের ক্ষণ—জীবনের শেষ রাতি।'

গগনের পরে হেসে লুটে তারা আপনার আলো নিয়ে,
মরি ধীরে ধীরে আঁধারের দেশে আলোকের বিষ পিয়ে।
আকাশের তারা হেসে গান গেয়ে খুঁজে দেখে কোথা চাঁদ,
মনে পড়ে কবে আলোকের বানে ভাঙিবে আঁধার-বাঁধ।
অজয়ের ধূ ধূ বালুর চরায় ক্ষীণ স্রোত কেঁদে উঠে,
আঁধারের কোলে শেষ বুদ্বুদে সুদূরের তারা ফুটে।



মুক্তি

আজকে এমন ফুর্ ফুরে এই বাতাস গায়ে মেখে
ইচ্ছা করে বলি তোদের বুকের কাছে ঘেঁস্‌টে বসে থেকে
দু'টো আমার অশ্রু সজল কথা।
মেট্রো টকী ফিলিম দেখে বুকে তোরা জমাস্ কতো ব্যথা ;
ছোট সুখের ছোট দুখের জীবন যখন লাগেনা আর ভালো
চড়া নদীর হঠাৎ ভীষণ বানের মতো
এমনিতর বিষম জোরালো
মিছের হাটে দুঃখ হাসি আনিস্ তোরা কিনে।
গার্ব্বো কেমন মিষ্টি ভরা—
গিলবার্ট সে কেমন যেন ভাবতে চমৎকার,
মিথ্যে মধুর হাসি কাঁদা, উদাস চোখের চাওয়া,
রাখিস্ তাদের চিনে।
আমার যে ভাই ইতিহাসের জীর্ণ দু'টো পুঁতি,
সোনার জলের লিখন দিয়ে ভরা
রেশমী বাঁধা ফাইন গেট্ আপ্—
নভেল নাটক নয়তো এ আর
দু'চার ঝুড়ি মিঠে মিঠে মিথ্যে বোঝাই করা।

এবার বলি তবে :—
আমি তখন স্কটীসেতে থার্ড-ইয়ারে মাস তিনেকের তরে
ফিলসফির অনার্স নিয়ে পড়তে ঢুকি সবে।

হঠাৎ কেমন তিনটি দিনের জ্বরে
বড় বড় স্থূল পক্সে সারাটী গা গেলো আমার ভ'রে।
প্রথম কয়েকদিনে
যখন তখন দু'চার ডজন বন্ধু আমার নিয়েছিলো খোঁজ
টেলিফোনের রিঙে।

দিন দশেকের পরে।
মরণটা মোর চোখের আগে
বিকট হাসি উঠলো রে ভাই হেসে—
'এম বি' যখন বিজ্ঞানের এই অসারতায় প্রমান করা শেষে
অসহায় এ নরের দুখে ভক্ত হ'লো যুক্ত দু'টি করে।
শুনতে পেলুম সবার মুখে মুখে—
একটি জনও নেয়নি আমার খোঁজ,
টেলিফোনেও হয়নি দুখী কেহই আমার এমনতর দুখে।
ধ'রে নিলুম আঁচে,
টেলিফোনের তারের ভিতর গুড়ি মেরে বিদ্যুতেরই মতো
হয়তো বা সব বীজানু-দল অটুট হ'য়ে বাঁচে।
তখনও ভাই চোখের তারায় ছিলো আলোক ভ'রে।
দাঁড়া, দাঁড়া, একটু দাঁড়া—বুকের তলে ফুটছে কি এ?
ওপরটা নয়—ওপরটা নয়—ভেতরটা ভাই উঠছে
কেমন ক'রে।
বলতে আমায় বারণ করিস্? না ভাই বলতে আমায় হবে,
কেমন করে কতোটুকু দুঃখ নিয়ে অন্ধ হলাম কবে।

মুক্তি

ভাব্‌তে আজও সারা মনে ঘনায় আমার ব্যথা।
আসতো যদি সেই!
জানিস্‌ তো সে কোন্‌?
পড়ছে মনে?
ভুলিস্‌ নি যে দশ বছরের কথা?

আস্‌তো যদি ভাই—
আসতো যদি গালি দিতেও আমার দোরের পাশে
হৃদয় আমার আজও যারে গভীর ভালোবাসে।
আস্‌তো যদি অস্থধ বিস্থধ ঘেরি
শেষ লগ্নে একটি সেকেণ্ড তরে,
আলো-পূজার বিসর্জ্জনী বাজ্‌তে যখন একটুখানি দেরী।

ভাবিস্‌ তোরা—কি আর হ'তো এলে?
সত্যি তো ভাই কি আর হ'তো এলে!
তাহার চেয়ে আমি বরং
দেখে নিতাম্‌ যদি
আকাশ ছেয়ে কেমন ক'রে উড়ছে পাখী, কেমন গায়ে রঙ;
কেমন ক'রে কোন্‌ পথেতে আস্‌ছে তা'রা,
কোথায় আবার চলে!
ক্লান্ত হ'লে কেমন ক'রে ছড়িয়ে দু'টো ডানা
স্থর জাগিয়ে মেঠো মেয়ের দ্বারে,
ভিক্ষা মাগে স্তব্ধ দীঘির ধারে
একটুখানি জলে।

আরো তখন দেখে নিতাম যদি
কেমন ক'রে কাঁদে মানুষ, কেমন ক'রে হাসে,
কেমন ক'রে লাজুক মেয়ে গভীর ভালোবাসে!
কেমন ক'রে চোখের তারা উঠে তাহার নেচে
কেমন ক'রে অশ্রু উঠে ফুটে!
কেমন ক'রে মুখটি বুজে অন্ধকারে থাক্‌তে জানে বেঁচে
দোসর ক'রে মৃত্যুটিরে
সারা হৃদয় টুটে!

অমন করিস কেন?
দীর্ঘনিশাস্‌ ফেলিস্‌ নে মোর দুখে,—
তোদের নিঃশ্বাসেতে যেন
কান্না চেয়ে আকুল করা ভাষা
অমাবস্যার আঁধার সম গভীর ভালোবাসা
ফুঁপিয়ে ওঠে হাহাকারি শূণ্য আমার বুকে।

ভুলে গেলুম আমি,—
এক্ষুনি কি বল্‌তে ছিলাম যেরে?
সত্যিকথা, পড়ছে মনে—আস্‌তো যদি ভাই
হৃদয় ভ'রে দেখে নিতাম দৃষ্টি দিয়ে ঘেরে।
এ জীবনে যা কিছু মোর নয়ন মেলে হৃদয় মেলে দেখা,
দুঃখ শোকের হাটে আমার পাওনা দেনা
যা কিছু সব আছে,—
হাতে তাহার দিতাম আমি তুলে।

মুক্তি

আলোকে মোর বিদায় দিতাম যখন
সারা জীবন অন্ধ হ'য়ে বেঁচে থাকার দুঃখ যেতাম ভুলে।

আসলো না আর সে।
তিনটি দিবস সংজ্ঞাহারার দেশে
ঘুরে যখন এলাম ফিরে এই পৃথিবীর দ্বারে,
কান্না পেলো—কোথায় এলাম আমি ?
নিতল্ এ কোন্ পাতালপুরীর গভীর অন্ধকারে ?
আন্‌লো আমায় কে ?
কাঁপিয়েছিলাম অন্ধকারে ভীষণ গলায় ডেকে—
মাগো আমি আজও মরিনি গো।
কোথায় সবাই ? ঘুমাচ্ছ কি ? জাগো সবাই জাগো !
তোলো গো এই সজীব প্রাণী বন্ধ কবর থেকে।
ঘরের আলো ফিউস্ হ'লো না কি ?
তখন তা'রে একটি বারের তরে
অসহায়ের স্বরটি নিয়ে উঠেছিলাম ডাকি।

বাড়িয়ে দেওয়া হাত দু'খানির মাঝে
খানিক পরে চম্‌কে আমি উঠি—
কাহার যেন হৃদয় ভরা দুটি
হস্ত কোমল রাজে।
ঠোঁটের 'পরে পড়লো আমার
একটি ফোঁটা উষ্ণ লোনা জল।

ধূপছায়া

অন্ধকারেও চিন্‌তে আমার হয়নি কিছু দেরী,
বুঝে নিলাম মায়ের বুকে ব্যথার তুফান ঘেরি
সহ্য-তরী করছে টলমল্।
ধীরে ধীরে মেনে নিলাম শেষে,
জীবনে মোর আলোর কুসুম শুকিয়ে গেছে যখন
এবার হ'তে গাঁথ্‌তে হ'বে অন্ধকারের মালা,—
দুঃখ করা বৃথা আমার আলোয় ভালোবেসে।

কাঁদিস্ না কি তুই ?
গলাটা মোর ছেড়ে দিয়ে শান্ত হ'য়ে একটুখানি শুধু
বস্‌তো দেখি ভাই।
অনেক দিনের বন্ধু আমায় জানি,
তা' ব'লে কি কথায় কথায় কাঁদ্‌তে হ'বে তোকে ?
আমার তো ভাই দশটি বছর ধ'রে
দুঃখে কা'রো হাজার পুড়ে ম'রে
চোখের কোণে জলটুকুনও আন্‌তে পারি নাই !
হয় কি মনে জানিস্ আমার ?
হয় যে মনে দেউলে হ'য়ে গেছি
অশ্রু দেওয়ার হাটে।
বুকের তলে গুম্‌রে ওঠে ব্যথা,
তবুতো ভাই লাগে না তার একটুখানি ঢেউ
জীর্ণ আমার আঁখির দু'টি ঘাটে।

এমনি আমার বুকের কাছে নিবিড় হ'য়ে আরও
চুপটি ক'রে বস্‌তো দেখি ভাই।
পেয়ে তোকে আজকে আমার অনেকদিনের পরে
মনের দুয়ার গেলো যে ভাই হঠাৎ ভেঙে প'ড়ে।
আমার মতো চক্ষু মুদে চুপটি ক'রে শোন্,
ক্লাইমেক্সের জায়গাটুকুন জীবন নাটকের
তোর কাছেতে পড়তে এবার চাই।

অন্ধ হ'বার মাস ছয়েকের পরে।
সবার মনে দিনের দিনে দুঃখ শোকের রাশি
পোষের হাওয়ায় শিউলি গাছের পাতাগুলোর মতো,
গেলো যখন ঝ'রে,—
আমরা তখন পূজার সময় মস্ত দলের সাথে
দার্জ্জিলিঙে গেলাম মেলে ক'রে
সাড়ে আটটায় রাতে।
গাড়ী যখন উঠ্‌তেছিলো 'শুক্না' হ'তে ছেড়ে
ঘুরে ফিরে এঁকে বেঁকে এধার ওধার ক'রে,
আমি তখন উল্লসিত চেতনহারা যাত্রীদলের মাঝে
চোখের তলে আঁক্‌তেছিলাম—মুছ্‌তেছিলাম ছবি
হিজিবিজি টান্‌তেছিলাম মনের তুলি ধ'রে।
কালিদাসের আষাঢ় মাসের প্রথম দিনের কথা,
মেঘের মুখে বার্ত্তা পেয়ে
প্রিয়ার দুখে প্রিয়র ব্যাকুলতা—
কল্পনাতে আঁক্‌তেছিলাম মনে।

সবার মুখে আবেগভরা ভাষায় শুনে শুনে
বুকের তলে মিলিয়েছিলাম আমি,
ভানুসিংহ ঠাকুর মশাই লেখা
অভ্রভেদী তরঙ্গিত উদাত্ত আর অনুদাত্তের সনে।

সেথায় গিয়ে একটি ভোরের বেলা
বার্চহিলেতে চুপটি ক'রে বসেছিলাম চাদরখানি মুড়ে,
গাইছিলো গান ডাণ্ডীওলা একটুখানি দূরে।
দোল্‌না চ'ড়ে পাহাড়ীদের ছোট্ট ছেলে মেয়ে
হেসে কেঁদে করতেছিলো খেলা।
হঠাৎ আমি সম্মুখেতে পেলাম রে তার গলা।
হিমালয়ের ধ্যানে আমি অন্ধকারে মগ্ন ছিলাম যবে
সার্থকতার বাণীটুকুন্‌ ব'য়ে
উঠ্‌লো কথা ক'য়ে।

চিন্‌তে পেরে কইলো অনেক কথা।
ভুলে যাওয়া পুরুষগুলোর দোষ,
তিনখানা তার চিঠির পরেও উত্তর যে
দেইনি আজও আমি,
তারই তরে করলো বিষম রোষ।
পাগ্‌লামীতে জাগ্‌লো মনে বলি তাহায় বলি
করুণ সুরে চেঁচিয়ে উঠে কাঁপিয়ে গিরিমালা,
কবির সুরে সুর মিলিয়ে গভীর ব্যথা নিয়ে—
ভুলে থাকা নয়কো সে তো ভোলা,

বিস্মরণের মর্ম্মে বসি রক্তে আমার
দিচ্ছ যে গো দোলা।
তবু আমি রইনু নীরব হ'য়ে
লুকিয়ে থাকি যেমন আমি ছেলেবেলার থেকে
মনের কোণে গোপনমণি ভেঙে যাবার ভয়ে।

জড়িয়ে ধ'রে বক্ষে সোহাগ ভরে—
জানো না কি তোমার দেওয়া আঘাতগুলো
লাগে কেমন ক'রে?
জানো না কি তোমার তরে ভাব্না ভীষণ—
বিষম ব্যাকুলতা?
তারপরেতে রাশি রাশি প্রশ্নবাণে
ফেল্লে বিঁধে মোরে :—
কাঞ্চন-জঙ্ঘারে
দেখেছ কি একটি দিনও ভোরে?
টাইগার-হিলে সান্‌রাইস্‌ কি আজও দেখনিকো?
ব্যর্থ জনম তবে।
সেট্‌ল্‌ ক'রে ভাব্‌ছি যাবো আর এক রাতে
স্কাইটা ক্লিয়ার দেখে,
তারপরেতে নাম্‌বো মোরা দু'চারটে দিন থেকে।
টাইগার-হিলে যাচ্ছ তুমি কবে?

অনেকগুলি মিথ্যাকথার পরে
বল্‌নু তারে—গাওনা একটা গান,
মেঘের বুকে উঠ্‌বে জেগে আকুল সুরের বান।

সেই গানটা সেই—
'আর কতো কাল রইব ব'সে বধূ আমার দুয়ার খুলে।'
মিথ্যে কথা! এই ক'দিনেই গেলে কি সব ভুলে?
আচ্ছা তবে আর একটা গান গাও—
আজও আমার বক্ষে যাহা আকুল সুরে বাজে
আজও যাহার দুঃখ টুকুন্ বক্ষে আমার উঠ্‌ছে টলমলে
'খুঁজে দেখা পাইনে যাহার পরাণ তবু আছে বলে।'

তার সে মুখের না-বলা আজ অনেক দিনের পরে
সুরের আগুন জ্বেলে আমার বুকের দু'টি ধারে
ঘুচিয়ে দিলে গভীর অন্ধকারে।
গানের শেষে শুনছি ব'সে ব'সে
সুরের মশান আগুন দেছে মেঘের বুকে বুকে।
দূরে—দূরে—কাঁদ্‌ছে পাহাড়, কাঁদ্‌ছে যেন মেঘ,
ঠাণ্ডা হাওয়া ফুঁপিয়ে উঠে উঠ্‌ছে কেঁদে কেঁদে,
একলাটি সে দিচ্ছে পাড়ি সুদূর অভিমুখে।

হঠাৎ আমার হাতটা ধ'রে বল্লে বেলা
বেঞ্চি থেকে উঠে—
'কুড়েমী আর লাগ্‌ছে না আজ ভালো
এসো আমায় দোল্ দেবে ওই দোল্‌নাটাতে চ'ড়ে,—
না হয় চলো করবো খেলা মেঘের পিছে পিছে
ফার্ণ গাছের কোল্ ঘেঁসে ওই ঝাউর পাতা ধ'রে,
কাট্‌ গোলাপের বনে—

উঁচু নীচু বন-বাদাড়ের মাঝে,
নাইকো যেথা পায়ের সাড়া—যায়নি কোনো জনে।
সেইখানেতে আজকে দু'জনাতে
প্রজাপতির খেলায়-মোরা পার্টি হ'য়ে যা'বো ;
রামধনুর ওই দুইটি সীমায় ধ'রে
গাইবো ডুয়েট দিগ্‌বিদিকে ছুটে।'

তারপরেতে,—তারপরেতে বল্‌তে গিয়ে
বুকের তলে কাঁপন জেগে উঠে,
দুঃখ আমার উঠ্‌ছে ঘন হ'য়ে।
তবু আমার মনটা যেন বিদ্যুতেরই মতো
এক নিমেষে স্মৃতির পিছে দার্জ্জিলিঙে ছুটে।
হোস্‌নে অধীর, বল্‌ছি আমি শোন্ ;
তারপরেতে ভাই—
কান্না চেয়ে করুণ সুরে চেঁচিয়ে আমি উঠি :—
করছো কি এ তুমি?
ছাড়ো—ছাড়ো—ছাড়ো আমায় তুমি,
বিষ যে ভীষণ—ম'রে গেলুম, কাল্‌-কেউটের ফনা.
আগুন নিয়ে একি তোমার খেলা?
তোমায় আমি একটি দিনও বাসি নিতো ভালো!
বলেছি যা সবই মিছে কথা,—
মিছে, মিছে—মিছে আমার নকল ব্যাকুলতা।
ছাড়ো ছাড়ো, লক্ষীটি মোর পায়ে তোমার ধরি,
এবার আমি একটুখানি শান্তি নিয়ে মরি।

হাতটা ধ'রে বল্লো বেলা বল্লো তবু হেসে—
'বেশ কথা তো—চলো না আজ মরি
হাতে হাতে হাত রেখে আজ
পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে এসো পড়ি ;
সোনার আলোয় হেসে উঠে
মেঘের স্রোতে মিলিয়ে যাবো চিরকালের তরে—
বুকে বুকে বাঁধন দেওয়া ছোট্ট দু'টো তরী।

তবু আমি কইনি কোনো কথা।
চুপটি ক'রে বসেছিলাম মুখটি নীচু ক'রে,
বুকে আমার গুমরে ছিলো গভীর ব্যাকুলতা,
মুখে তবু পারি নিকো কইতে কোন কথা।
বুকের তলে তখন আমি জেনেছিলাম তা'র
ঝড়ের সাথে যুদ্ধ ক'রে ছোট্ট ভীরু পাখী
লুকিয়ে রাঙা মেঘের থরে থরে
দূরে—দূরে—বহু দূরের দেশে
সুরের দীপে শেষ শিখাটি মিলিয়ে গেলো—
ধরায় দিলে ফাঁকী।
ধরার মেয়ে কাফন দিলে ঢাকি,
কালো সুতায় বোনা সে এক
অমা-রাতের গভীর অন্ধকার।

তারপরেতে শোন্ :—
হঠাৎ আমার মুক্তি দিয়ে বেলা

নীচের পথে চল্‌লো ছুটে ভীষণ জোরে জোরে,
গড়িয়ে পড়া নুড়ির মতো জুতার আওয়াজ ক'রে।
মগ্ন হ'য়ে মেঘের স্রোতে শুধাই আমি
'কোথায় বেলা—বেলা?'
যা'রে আমি বিদায় দিনু উষ্ণ চোখের জলে
ফিরিয়ে আবার কোথায় পাবো তা'রে?
ডেকে ডেকে হয়েছি হায় সারা
সেই হ'তে আর সারা জীবন পাইনি কোন সাড়া।
সেইক্ষণে এক ঠাণ্ডা মেঘের কুচো
দেহে মোদের বুলিয়ে কচি হাতে
দুখ্‌ জানিয়ে গেলো রে ভাই ব'য়ে।
লাট সাহেবের বাড়ীর ওদিক হ'তে
হেসে হেসে কথার কল কলে
ম্যালের পানে ফিরলো যেন কা'রা।

একি আমার হাতের 'পরে
পড়লো কি তোর উষ্ণ চোখের জল?
মুছে নে চোখ, আমি বরং নীরব হ'য়ে যাই,
আমার তরে এমন ক'রে
চোখের জল আর ফেলিস্‌ নে কো ভাই।
তোরা তো ভাই জানিস্‌ না কো তা'রে,—
কেমন যেন একটু বেশী ভাব-প্রবণা ওপর-চাপা মেয়ে।
সেদিন তো ভাই রেখে গেছে
অভাগার এই চোখে মুখে সারাটি বুক ছেয়ে

বুকের আগুন তরল ক'রে ঠোঁটের কোণে এনে
অশুক্তি সে চুমোর ধারে ধারে।

চুপটি ক'রে ভাবিস্ বুঝি ?
এতে আবার ভাব্না কিসের ছাই !
ভাবিস্ বুঝি বন্ধুটি তোর
নয়কো মানুষ, নয়কো রোমাণ্টিক,
হৃদয় দেওয়ার মূল্যটুকু বুঝ্তে পারে নাই।

ভুল করিস্নে ভাই।
ভরা প্রাণের মুল্য আমি
জেনেছি ভাই নিজের পরাণ দিয়ে,
পলে পলে আজও আমি জান্তে পারি বুকে—
ছোট্ট বুকে একটি রাশি দুঃখ গেলো নিয়ে।
পারি নি হায় বল্তে তবু
চোখে আমার দৃষ্টি আলো নাই।
পারি নি কো কেন আমি—এই কথাটী শুধু
বুকের কাছে সরল ক'রে বুঝ্তে আজও চাই।

সত্যিকথা,—ঠিক বলেছিস্ ভাই
ভাবের ঘোরে ভুল ক'রেছে সে।
মুক্তি দিতে খাঁচার ডালা আপন হাতে খুলে,
তপ্ত দু'টি বাহুর বেড়ি ঘিরে
একটি রাশি চুমোর তালা দিয়ে
পাখীকে তার পঙ্গু ক'রে সারা জীবন তরে
গিয়েছে সে বন্দী ক'রে নিজ মনের ভুলে।

মুক্তি

আঁধার কালো বধূর মতো ব'সে বুকের দ্বারে
দিবস গুনে আসবে কবে আলো প্রবাস থেকে।
তৃপ্তিহারা সুপ্তিহারা অনন্ত সে আকুল ক্ষুধা হ'য়ে—
তার ঠোঁটেরই আগুনরাশি
আঁধার বুকে মরুর তৃষা ল'য়ে
ডুক্‌রে যেন উঠ্‌ছে কেঁদে করুণ সুরে ডেকে।
বলিস্ তোরা—
ভুল্‌লে তবে সত্যিকারের মুক্তি পাওয়া যায়।
দিবারাতি মুক্তি পেতে চাই,
তবুতো ভাই তা'রে আমি
একটি পলও ভুল্‌তে পারি নাই।
অমন্ ক'রে ফেলিস্‌নেরে দীর্ঘ ঘন শ্বাসে।
দুঃখ আছে কিসে?
সত্যি ক'রে মুক্তি আমি পাইনি যখন ভাই
তখন তো আর দুঃখ কিছু নাই।
পাওনা দেনা হিসেব করা বরং ভুলে আজ
হৃদয় তা'রে আগের চেয়ে গভীর ভালোবাসে।

হানে দুঃখের রাতে

দিবসের কূলে ঘনায় রজনী ঘোর,
জীবন-প্রাসাদে প্রবেশে মরণ-চোর।
পলে পলে ভাবি তাহারে ভুলিতে হ'বে,
ভুলে যেতে হ'বে দিবসের কলরবে।
বিস্মরণের দাঁড়ায়ে নদীর বুকে
এ হৃদয় ছিঁড়ি ভাসাবো সে চাঁদ মুখে।
ভুলে যেতে হ'বে কাজল আঁখির তারা,
এলো চুল বেয়ে ঝ'রে পড়ে রূপ-ধারা।

সব কলরব থেমে যায় তবু ওরে—
ঝিল্লির গান বাতাসেরে রাখে ভ'রে।
চিকুরের আলো আঁধারে জ্বলিয়া উঠে,
কালো নয়নের চটুল হাসিটি ফুটে।
নিবে যায় ধীরে সব কিছু আঁখি পাতে,
শুধু তা'র স্মৃতি হানে দুঃখের রাতে।

—*—

মেঠো সুর

(ও-তার) কালো রূপের গাঙের জলে
ডুব দিয়া মইরা
হারাইলাম কাখের কলস
কানায় কানায় ভইরা।
সেই না গাঙের অগাধ পানি
সাঁতার দিতে নাহি জানি,
কূল নাহি তা'র কিনার নাহি
সে যে বিষম দইরা।

অঙ্গে তাহার কালো জলের
উছল্ জাগে ঢেউ,
এই কথাটি আমিই জানি
আর জানে না কেউ।
কিশোরী রূপ ঢেউ তুলে তা'র
ভাঙে আমার বুকের দু'ধার,
(ও-আমি) কালো বিষের গহিন্ গাঙে রে—
(ও-ফিরি) কূল খুঁইজা মইরা।

—*—

বিরহী

চরণ যাহার পড়েনি আমার
জীবন-তরুর তলে,
তা'রই লাগি কাঁদে ব্যাকুল বাউল
আকুল পরাণ স্থলে।

নয়ন আমার তা'রই লাগি ঝুরে
আমা হ'তে যেই আজো বহু দূরে,
তা'রে চাই আমি যা'রে কোনদিন
পাবো নারে হৃদি তলে।
তা'রে চাই আমি জীবনে মরণে
তা'রে চাই আঁখি জলে॥

কামনা-কুসুম সাধ ক'রে আমি
পরেছি আপন গলে।
বিঁধেছে বক্ষে কাঁটা শুধু তা'র
কেঁদেছি রুধির তলে॥

—*—

ধুপছায়া

স্মৃতি

জীবনের তীরে নামে কাজল ছায়া
ঘনাইয়ে আসে বুকে দিবস মায়া।
ওপারের খেয়া মাঝি ডাকে 'আয় আয়
বেচা কেনা শেষ হ'লো পারে যাবি নায়।'
বুকে দুলে ব্যথা মোর তরণী সনে
কাঁদে ব'সে শত আশা আকুল মনে॥

সারাদিন যা'রে আমি চেয়েছি বুকে
দোলে তা'র স্মৃতিটুকু বুকের দুখে।
পাইনিকো তা'রে আমি গাঁথি নাই মালা
সে শুধু বিঁধেছে বুকে কাঁটারই জ্বালা।
সে নয়ন জেগে আছে এ নয়ন কোণে
তা'রই সুর কাঁদে বুকে শত মূর্চ্ছনে।

-*—

ভাই বোন

কোঁক্ড়া কালো চুলের মাঝে এতটুকুন্ মুখ,
সারা বছর থাক্‌লে চেয়েও হয় না যেন সুখ।
এক বছরের বড় দাদা চার বছরের বোন,
কালো রঙের মন্ত্র দিয়ে বাঁধতে জানে মন।
মাটীর পুতুল ছোট্ট দু'টি একটি ছাঁচে গড়া,
এক দেশেরই ভাষায় তাদের চোখ চারিটি ভরা।
সারা দুপুর খেলা তাদের বটের ঝুরি ধ'রে,
কেউবা দোলায় কেউবা দোলে খুসীতে মন ভ'রে।
এম্‌নি ক'রে একই নদীর ছোট্ট দুটি ধারা,
ছড়ার তালে পাশাপাশি ছুটে চলে তা'রা।
বুকে তাদের ভেসে চলে কতো দিবস-নায়,
রাত্রি কতো দিশাহারা খুঁজতে গেলো তায়।

তারপরেতে একটি নদী বাঁকে সহর পানে
কাঁকন দিদি শশুরবাড়ী গেলো সানাইগানে।
আর এক নদী ফুল-বাগিচায় কুঁড়ির মায়া নিয়ে,
গান বাঁধলো চলতে পথে ফলের স্বপন দিয়ে।

কাঁকনদিদি বছর চারেক পরে
হারিয়ে সিঁদুর কৌটা ভরা ফিরলো গাঁয়ের ঘরে।
বাসন্তী রঙ সাড়ীতে তা'র নানা রঙের পাড়,
রামধনু এক হাসতো যেন নূতন বনের ধার।
শীতের বায়ে জাগলো বনে ঝরা পাতার গান,
রামধনু পাড় মিলিয়ে গিয়ে রইলো সাদা থান।
শীর্ণা বুড়ি কাঁকনদিদি আস্‌লো গাঁয়ে ফিরে,
পলিপড়া নদীটি হায় বইছে ধীরে ধীরে।
ঘনিয়ে আসে আঁধার অবেলায়
আধ্-ফোটানো ফুলটি শোনে ঝরার মূর্চ্ছনায়।

গাঁয়ের যুবা নিরুদাদা তখনও গান গায়,
ভাটিয়ালী গায় সে ডুবে বনের জ্যোছনায়।
বোনকে বলে "আয়না কাঁকন, সাঁত্‌রে দিঘীর জলে
ছেলেবেলার মতো আবার আনবো পদ্মদলে।"
কাঁকন বলে "কাজ কি দাদা ? ফুট্‌বে হাতে কাঁটা,
ফুলের পাশে কাল্ কেউটে জড়িয়ে আছে ডাঁটা।"
'বউ বস্তি' খেল্‌তে ডাকে গাঁয়ের ছেলে মেয়ে,
কাঁকনদিদি লুকায় ঘরে কাজের ছলে যেয়ে।

নিরুদাদার বক্ষে আজও আকুল ফুলের ঘ্রাণ,
চোখের তারায় জাগছে আজো ফলের স্বপন গান।
কাঁকনদিদির আঁধার ঘরে চক্ষে জাগে জল,
বুঝ্‌তে পারে ফুলের গাছে জন্মে নাকো ফল।

শরৎকালে পূর্ণশশী উঠ্‌লে ক্ষেতের আলে,
খল্‌খলিয়ে একশো পাখী হাসে গাছের ডালে।
কাঁটাল গাছের উপর থেকে নামিয়ে বাঁশের বাঁশী,
শুধায় দাদা "চল্‌ না কাঁকন, একটু ঘুরে আসি।
গাজর ক্ষেতের আলের পথে পূর্ণ চাঁদের সাথে
চল্‌ না কাঁকন, বাজিয়ে বাঁশী ফিরবো খানেক রাতে।
ছেলেবেলার মতো সিঁদূর কপালে টিপ এঁকে
নোটন খোঁপা বেঁধে মাথায় জ্যোস্না গায়ে মেখে,
চল্‌না কাঁকন, লক্ষীটি ভাই, প'রে 'চাঁদের আলো,'
আকাশের ওই চাঁদের চেয়ে দেখ্‌তে হ'বে ভালো।"

"বল্‌তে আছে ? ছি ছি' ব'লে কানে আঙ্গুল দিয়ে,
তাকায় কাঁকন তিরস্কারের নীরব বাণী নিয়ে।
ভীরু নয়ন নিরুদাদা চায় সে অবাক হ'য়ে,
ভাবনা জাগে এমন কি সে ফেল্‌লে নূতন ক'য়ে !
মায়ের চোখের চাউনিটুকু মায়ের চোখের ভাষা,
অকল্যাণী মেয়ের চোখে বাঁধ্‌লো গিয়ে বাসা।

কাঁকনদিদির পানে চেয়ে আজ্‌কে মনে জাগে—
জন্ম তাহার নিরুদাদার বছর কুড়ি আগে।
কাঁকনদিদির হয়েছে শেষ ফসল কাটার গান,
বছর ভোরে পাওনা দেনা সকল অবসান।
ঘনিয়েছে তা'র আঁখির কোণে ক্লান্তিরাশি এসে,
ঘুমাতে চায় মাটির বুকে সারা দিনের শেষে!
নিরুদাদার মাঠে আজও ফোটে ফুলের কুঁড়ি,
ফসল ফোটার স্বপন আজও আছেরে বুক জুড়ি।
কান্তে তাহার আজও নাড়ে বন-বেতসীর ছায়া,
আজও মনে ঘনায় আষাঢ় ফুল-ফোটানোর মায়া।
কাঁকনদিদির বিষিয়েছে বুক কল্‌কে ফুলের বিষে,
চক্ষে জাগে উগ্র জ্বালা বিশ্বে আছে মিশে।
নিরুদাদা আজও হেরে দূর হ'তে ফুলটিরে,
বিষের খবর জানে না সে বেড়ায় রূপের তীরে।
আব্‌ছালোকে ব'সে নদীর কূলে
আজও দাদা বাঁশীর ফুঁয়ে দুনিয়ারে যায় ভুলে।